'এবং মহুয়া'-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE list-2022, In Arts & Humanities Group sl. no. 79 page 32/106, In Indian Language sl. no. 226 page 95/106) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৪তম বর্ষ, ১৪৫সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ২০২২

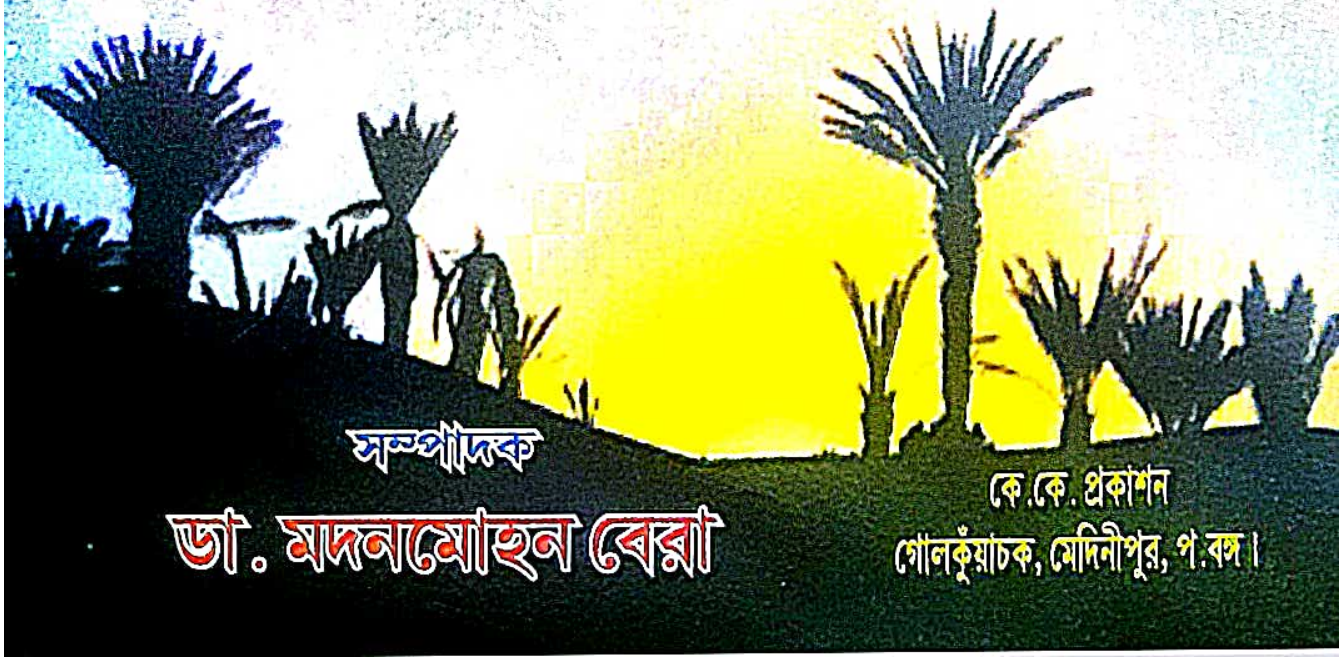

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'এবং মহুয়া'-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE list-2022, In Arts & Humanities Group sl.no. 79 page 32/106, In Indian Language sl no.226 page95/106) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৪তম বর্ষ, ১৪৫ সংখ্যা

ফেব্রুয়ারী,২০২২

সম্পাদক

ড. মদনমোহন বেরা

সহসম্পাদক

পায়েল দাস বেরা

মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :

ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।

গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

(বিনিময় ৫৫০টাকা)

U.G.C.- CARE List 2022 approved journal, (In Arts & Humanities Group sl.no. 79 page 32/106, In Indian Language Group sl no.226 page 95 /106)

EBONG MOHUA

Bengali Language, Literature, Research and Refereed with Peer-Review Journal

24th Year, 145 Volume

Feb, 2022

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Special Co-ordinator

Amit Kumar Maity

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 550

সূ চি প ত্র

১.রাঢ় বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য:প্রসঙ্গ বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ
:: অনুপ কুমার মন্ডল.....৯
২.ছো-এর সেকাল ও একাল :: শম্ভু সিং পাতর.....১৪
৩.নীতিবিদ্যায় নারীবাদ
:: মন্দ্রিতা ভট্টাচার্য আইচ.....১৯
৪.টিনের তলোয়ার : সংগীতের প্রাসঙ্গিকতা :: সংহিতা মাল.....২৩
৫.মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্প : প্রতিবাদী নারীসত্তা
:: সাথী নন্দী.....৩০
৬.স্মৃতিকথার অলিন্দে উপেন্দ্রনাথ :: অরুণ কুমার দত্ত.....৩৯
৭.স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে চৈতন্যদেব :: বৈশাখী দে.....৪৩
৮.বারিন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের দৃষ্টিতে সেলুলার জেল বন্দিদের আত্মকথা
:: বিনা বাইন.....৫৪
৯.সংস্কৃত বাঙ্ময়ে আচার্য মম্মটের লক্ষণা বিচারের প্রাসঙ্গিকতা
:: জুহিনা খাতুন.....৬৬
১০.পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান
:: পঙ্কজ কুমার মন্ডল.....৭৫
১১.ঈশোপনিষদীয় আলোকে রবীন্দ্রনাথ :: রুবি রানা.....৮৭
১২.উনিশ শতকের বাংলা নাটকে দেশপ্রেম চেতনা
:: সঞ্জয় ভট্টাচার্য.....১০১
১৩.অভিজিৎ সেনের গল্পে প্রান্তনারী :: সুব্রত মণ্ডল.....১১০
১৪.রামমোহন রায় ও তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক কর্মসূচী
:: ইয়ারুন্নিসা খাতুন.....১২০
১৫.অসীম রায়ের 'কচ ও দেবযানী' : পুরাণের আধুনিক জীবনভাষ্য
:: অশ্বিনী শর্মা.....১২৭
১৬.শিক্ষা ও মহিলা ক্ষমতায়ন : এক অভিজ্ঞতামূলক বিশ্লেষণ
:: আরফি আনজুন.....১৩৯
১৭.আটপৌরে জীবনদর্শন ও গীতগোবিন্দমের তত্ত্বান্বেষণ
:: অর্পিতা রায় চৌধুরী ১৪৫

১৮.মনোজ বসুর চিত্তভূমি-সেই গ্রাম সেই সব মানুষ
:: দেবজ্যোতি শীট.....১৫১
১৯.'বাল্মীকি-প্রতিভা' — স্বার্থ নিঃস্বার্থ দর্শনের প্রেক্ষিতে
:: মল্লিকা সরকার.....১৫৯
২০.ব্যতিক্রমী কারিকর ছোটগল্পকার সঞ্জয় ভট্টাচার্য
:: মিনাল আলি মিয়া.....১৬২
২১.কাঙাল হরিনাথ মজুমদার : জীবন সংগ্রামী ও শিক্ষাব্রতী
:: সেখ আলমগীর.....১৭১
২২.ভারতে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৪৬ সালের
নৌবিদ্রোহ : একটি পর্যালোচনা :: শক্তিপদ শীট.....১৮৮
২৩.বিংশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলার ইসলামী সাহিত্যিকদের
চিন্তা ও চেতনা :: মহ. আজিম আলি.....১৯৩
২৪.সমাজ - শিক্ষা সংস্কারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা : বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা
:: রাজ কুমার বিষই.....২০০
২৫. দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: দাঙ্গা-দেশভাগ ও নারী
:: সংহিতা ব্যানার্জী.....২০৫
২৬.ড: বিধান চন্দ্র রায়ের অন্তর্জীবন :: সুশান্ত কুমার মণ্ডল.....২১২
২৭.মনুসংহিতার শিক্ষাব্যবস্থা - বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা
:: স্বপন-মাঝি.....২১৯
২৮.নেপালে রাজবংশী ভাষা এবং রাজবংশী সাহিত্য চর্চার ইতিহাস
:: রামকিশোর বর্মণ.....২২৬
২৯.সাহিত্যস্বরূপ নিরুপণে বক্রোক্তিকার কুন্তকের মৌলিকতা বিচার
:: জগদীশ মাল.....২৪১
৩০.দ্রব্য : দেকার্ত, স্পিনোজা ও লাইব্‌নিজের মতবাদের
তুলনামূলক আলোচনা :: প্রবীণ জানা.....২৪৭
৩১.ন্যায় দর্শনের আঙ্গিকে খ্যাতিবাদ :: স্বপন সাহা.....২৫১
৩২.পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান
:: পঙ্কজ কুমার মন্ডল.....২৫৫
৩৩.বাংলা উপন্যাসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদান
:: দীপিকা দাস.....২৬৮
৩৪.আবুল বাশারের 'কান্নার কল' গল্পে নারীর অন্তর্বেদনা
:: মাসুদ আলী দেওয়ান.....২৭৪
৩৫.কলেজ কোড আন্দোলনই ওয়েবকুটাকে প্রথম পথে নামায়
:: নিমাই চাঁদ দান.....২৮১

৩৬.সুলতানের ছবিতে স্বদেশী করণকৌশল ও ভাবনার প্রভাব
:: বিপ্লব গোস্বামী.....২৯১
৩৭.চা শিল্পে বিশ্বায়নের প্রভাব :: ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য.....২৯৮
৩৮.আস্তিক দর্শনে আত্মার ধারণা একটি তুলনামূলক আলোচনা
:: সোম শঙ্কর মান্না.....৩১১
৩৯.'রক্তকরবী' নাটকে সুন্দর ও অসুন্দরের দ্বন্দ্ব
ড. শ্রীপর্ণা রায়.....৩২৪
৪০.গৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শনে ব্রহ্মাতত্ত্বং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বস্য নামান্তরমেব –
একং পর্যালোচনম্
:: ড. বিপ্লব-চক্রবর্তী.....৩২৮
৪১.প্রাচীন বাংলার দারুশিল্প :: ড: চন্দ্রাণী পাল.....৩৩২
৪২.নাটকের আলোকে বেদান্তদৃষ্টিতে তত্ত্বোপলব্ধি
:: ড. কাজল মাল.....৩৩৭
৪৩.শ্রীনিবাস আয়ঙ্গার রামানুজনের জীবন এবং গণিতে তার অবদান
:: ড. মৃন্ময় গুরিয়া.....৩৪৪
৪৪.সহজধারা :: ড. তারক নাথ জাঁতুয়া.....৩৫৭
৪৫.অদ্বৈতমতে অজ্ঞানের আশ্রয় বিচার
:: ড. সোমনাথ কর.....৩৬৪
৪৬.উনিশ শতকের বাংলায় জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা প্রথার
বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন : একটি আলোকিত অধ্যায়
:: ড.চিত্ত সেন পরামানিক.....৩৭১
৪৭.বিশ শতকের শেষ দশকে দুই বাংলার কবিতার গতিপ্রকৃতি
:: ড.কল্যাণ মজুমদার.....৩৭৯
৪৮.তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্পে ডুয়ার্সযাপন
:: ড. রমা দাস.....৩৮৯
৪৯.সৈয়দ মুজতবা আলীর দেশে বিদেশে : প্রসঙ্গ আফগানিস্থান
:: ড.সুকান্ত মুখোপাধ্যায়.....৩৯৫
৫০.ভাষানীতি ও ভাষা পরিকল্পনা: একটি আলোচনা
:: ড.তারাপদ বেরা ৪০৭
৫১.সংরূপের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'
:: ড.সারমিন রহমান.....৪১৩
৫২.ঔপনিবেশিক ভারতের ব্রিটিশ সেচ নীতির প্রভাব
:: ড. শুভঙ্কর মন্ডল.....৪৩৫

৫৩.প্রফুল্ল রায়ের 'একটা দেশ চাই': নাগরিকত্বের সংকট
:: ড. উত্তম পালুয়া.....৪৪১
৫৪.'রায়ত-জাগরণ' — শরৎ-সাহিত্যে
:: ড. চৈতালী মান্ডি.....৪৫১
৫৫.পূর্ণিমার চর ঃ 'চরপূর্ণিমা'
:: ড. দীপক সোম.....৪৫৫
৫৬.বাংলা সাহিত্যের ভাষা বিবর্তনে স্বামী বিবেকানন্দের কৃতিত্ব
:: ড. অন্তরা চৌধুরী.....৪৬১
৫৭.স্বচ্ছ প্রশাসন সম্পর্কে কৌটিল্যের রাষ্ট্রনীতি
:: ড. গৌর বরণ দে.....৪৬৬
৫৮.নারীশক্তি : স্বামীজীর চিন্তায় ও মননে
:: ড. চিরশ্রী মুখার্জী.....৪৭০
৫৯.স্বাধীনোত্তরকালে বাংলার চটকল শ্রমিকদের চটকল বহির্ভূত জীবন
:: ড.ত্রিদিব মণ্ডল.....৪৭৫
৬০.বাংলার পট ও পটুয়া
:: ড. অমলেশ পাত্র.....৪৮৩
৬১.নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমলকরের নির্বাচিত গল্পে নারী মনস্তত্ত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ
:: ড. রাজীব ঘোষ.....৪৮৯
৬২.আদিকবি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণ মহাকাব্যের নায়িকা সীতাদেবীর আলোচনায়- মল্লিকা সেনগুপ্ত
:: ড. সমাপ্তি গরাই.....৪৯৪
৬৩.বৌদ্ধ দর্শন ও বিপাসনার শিক্ষা
:: ড. সমীর চট্টোপাধ্যায়.....৫০৩

০০লেখক পরিচিতি.....৫০৯
০০০UGC--CARE list.....৫১২

বি.দ্র. : সূচিপত্রে কোন ত্রুটি/ভ্রান্তি থাকলে প্রকাশনা সংস্থা মার্জনা প্রার্থী

বিশ শতকের শেষ দশকে দুই বাংলার কবিতার গতিপ্রকৃতি

ড. কল্যাণ মজুমদার

বিশ শতকের নব্বই দশকটি দুই বাংলার প্রেক্ষিতেই বাংলা কবিতায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দশক হিসেবে চিহ্নিত। উনিশ শতকের শেষে শতাব্দীর শেষ সূর্যকে রক্ত মেঘের মাঝে অস্ত যেতে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তখনও ভঙ্গ হয়নি বঙ্গদেশ। উনিশ শতকের শেষ সূর্য অস্তমিত হয়েছিল বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত আশঙ্কার মাঝে। বিশ শতকের শেষ সূর্য অস্তমিত হল বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর রক্তাক্ত কর্মকাণ্ডের আবহাওয়ায়। বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চল বিশ্বপ্রেক্ষাপটের আবহাওয়ার থেকে মুক্ত নয় কোন প্রকারেই। বিশ শতকের শেষ দশকে এসে বাংলার পশ্চিমাংশ স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য। অন্যদিকে পূর্বাংশ বিশ্বমানচিত্রে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে। এই প্রেক্ষাপটে বিশ শতকের নব্বই দশকে অবিভক্ত বঙ্গের দুটি অংশে দুই দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ভিন্ন পরিস্থিতিতে বাংলা কবিতার গতিপ্রকৃতির অনুসন্ধান এই নিবন্ধের লক্ষ্য।

বিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে বাংলা কবিতায় যে দশক চিহ্নের দেখতে ভুলে যাওয়া সমাজ, প্রতিবাদ করসূত্রপাত তা কবিতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ না হলেও কবিতা বিষয়ক আলোচনায় যেন শিরোধার্য হয়ে উঠেছে। সেই সূত্রেই বিশ শতকের শেষ দশকটি দুই বাংলার কবিতার চলাচল অনুধাবনের ক্ষেত্রে বিশেষ অভিনিবেশের দাবী রাখে। দুই বঙ্গে নব্বই দশকে যে সকল কবি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, কবিতা চর্চার ক্ষেত্রে পরিচিতি পেয়েছিলেন, তারা প্রায় সকলেই এখনো কবিতায় সক্রিয়। এই সকল কবিদের কবিতা জীবনের সবটা এই নিবন্ধের লক্ষ্য নয়। একান্তভাবেই নব্বই দশকে তাদের কয়েকজনের আত্মপ্রকাশ এবং প্রাথমিক কবিতা চর্চার প্রতি দৃষ্টি রেখে এই দশকে দুই বাংলার কবিতার গতিপ্রকৃতিকে অনুধাবন করতে চাইছি এখানে।

পশ্চিমবঙ্গের দিকে দৃষ্টি দিলে দ্যাখা যায় এই সময় বিশ্ব পরিস্থিতিতে নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনার অভাব না থাকলেও এখানে বিরাজ করছিল এক ধরনের সামাজিক স্থিরতা। বামফ্রন্ট সরকার ততদিনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে। সত্যিই সামাজিক বা রাজনৈতিক তেমন কোন ভাঙা গড়া, উথান-পতন ছিল না এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে। নব্বই যেন সার্বিক ভাবে অনেকটা আত্মকেন্দ্রিক। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার অভাব নব্বইয়ের তরুণ প্রজন্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

"নব্বইয়ের দশক অনেকটা বন্ধ্যার দশক। দূষণের মধ্যে আমরা একটু একটু করে ঢুকে যাচ্ছি। এ দূষণ তো শুধুমাত্র প্রকৃতির নয়, সমগ্র পরিবেশের, সমাজের, শরীরের, মানসিক অবস্থানের। স্বপ্ন দেখতে ভুলে যাওয়া সমাজ তো স্বাভাবিক ভাবেই দূষণের কবলে পড়ে।"[১]

অবশ্য এটাই যে নব্বইয়ের সামগ্রিক ছবি তা নয়। এই দশকেই কবি ও কবিতার পাঠকের উপর ধীরে ধীরে চেপে বসেছে টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল, ইন্টারনেট।

নব্বই দশকে পশ্চিমবঙ্গের কবিতায় যে সকল তরুণ কবির আবির্ভাব ঘটেছে তাদের মধ্যে বিশেষ গুরুতবপূর্ণ কয়েকজন এরকম –

শিবাশিস মুখোপাধ্যায়, মন্দাক্রান্তা সেন, পিনাকী ঠাকুর, সুদীপ্ত মাজি, পৌলোমী সেনগুপ্ত, যশোধরা রায়চৌধুরী, আবীর সিংহ, শ্বেতা চক্রবর্তী, প্রসূন ভৌমিক, অংশুমান কর, অর্ণব সাহা, সুমন গুণ, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

এই নিবন্ধে নব্বই দশকে উল্লিখিত কবিগণের অন্যতম প্রধান তিনজনের কবিতা চর্চার দিকে আলোকপাত করে সার্বিকভাবে নব্বই দশকের পশ্চিমবঙ্গের কবিতার বৈশিষ্ট্য নিরূপনের প্রচেষ্টা থাকবে। যেহেতু বাংলার সমাজ জীবনে নব্বই জুড়ে তেমন কোনও আন্দোলন বা আলোড়ন সেই অর্থে ছিল না, তাই নব্বইয়ের কবিমানসেও বিরাজ করছিল এক ধরনের স্থিরতা। একটি আদর্শকে সামনে রেখে গোষ্ঠীবদ্ধ হবার প্রণবতা নব্বই অনুভব করেনি। তারা যার যার মত করে বিখ্যাত অগ্রজদের কাছাকাছি হবার চেষ্টা করেছে। কবিতা লিখে মানুষের কাছে পৌঁছনোর দায় নব্বইয়ের ছিল না, তারা কবিতা লিখে পৌছতে চেয়েছে অগ্রজদের স্নেহপ্রশ্রয়ের বৃত্তে, যাতে করে সহজেই কবিতা লিখে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধাগুলো পাওয়া যায়। অনেক সময়ই আমরা তাই দেখেছি, নব্বইয়ের মেধা নিজের ভেতর থেকে কবিতার হয়ে ওঠার উপর গুরুত্ব দেয়নি। এই অবস্থা অবশ্য কারো কারো ক্ষেত্রে সত্যি হলেও সবার ক্ষেত্রে নয়। অবশ্য নব্বইয়ের সামগ্রিক প্রবণতা হিসেবে এরকম একটি সিদ্ধান্তে পৌছোনো যেতেই পারে।

নব্বই দশকের অন্যতম প্রধান প্রতিভাবান কবি শিবাশিস মুখোপাধ্যায় (১৯৭০)। তার 'শ্যামাসঙ্গীতের অ্যালবাম' নামক কাব্যগ্রন্থে আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞাপন এবং বিপনন দুনিয়ার চমৎকার ছবি –

"গড়িয়াহাটে যখন শপিং করো,
হাতের মুন্ড রাখো আমার ঝোলায়;
পিছনখানি দুলিয়ে তোমার হাঁটা
দোলায় দোলায় আমার হৃদয় দোলায়!"[২]

এখানে প্রকাশিত হয়েছে নব্বই-এর চেনা ছবি। মধ্যবিত্ত বাঙালি বিজ্ঞাপনের চমকে আকৃষ্ট হয়ে নব্বইয়ে অনেকটা শপিংমলমুখী। বহুজাতিক বাজার তার কাছে প্রকৃত অর্থেই সোনার খনি, যেন সব পেয়েছির দেশ। নব্বইয়ে এসেই বিজ্ঞাপন

আমাদের মুখের সঙ্গে মনকেও ঢেকে দিয়েছে। নব্বইয়ের আর এক প্রতিভাবান কবি মন্দাক্রান্তা সেনের (১৯৭২) লেখাতেও নব্বইয়ের বিজ্ঞাপন সংস্কৃতির চেনা ছবি উঠে এসেছে বারবার –

"একেকটা দিন ভীষণ খারাপ কাটে
রাতে টিভিটাকে পাশে নিয়ে শুই খাটে
সারারাত ধরে রঙিন চ্যানেলগুলো
চোখে ছুঁড়ে দেয় রহস্যময় ধুলো
বিজ্ঞাপনের অসমসাহসী ছেলে
তোমাকে ডাকবে শুধু কোকাকোলা খেলে
মোহময় চোখ, নরম দীর্ঘ চুল
বুকখোলা শার্ট, যুবকের কানে দুল
তোমার চোখেই চোখ মারা তার কাজ
তোমার গলিতে উড়াবে পক্ষীরাজ।"[৩]

শিবাশিস এবং মন্দাক্রান্তা দুজনেই নব্বই দশকে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রতিনিধিস্থানীয় দুই কবি। শব্দ দিয়ে ছবি আঁকার অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছেন শিবাশিস। সমসাময়িক শহুরে তরুণ প্রজন্মের আশা, স্বপ্ন-কল্পনা, প্রেম-রাজনীতি, চ্যাংরামি, ফাজলামি, বখাটেপনা সবকিছুই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে আকাঙ্ক্ষা শিবাশিসের কবিতায়। শিবাশিস যেন কবিতার মধ্য দিয়ে পরিবেশন করেন সমাজ এবং সময়ের সংবাদ। বিশেষ করে শিবাশিস মুখোপাধ্যায় স্বঘোষিত ভাবেই নব্বই দশকের কবি –

"অসামান্য তাঁর শব্দে শব্দে ছবি আঁকার হাত, নিখুঁত তার কারিগরি দক্ষতাও। এই সময়ের বখাটেপনা ও প্রেম চ্যাংরামি আর হ্যাংলামি, এই সময়ের সাধ ও স্বপ্নভঙ্গ তাঁর কবিতার দিকচিহ্নের মত স্পষ্ট এবং স্পষ্ট পছন্দ-অপছন্দ।"[৪]

নব্বইয়ের কবিতার ভাষা ও ভাবনায় পূর্ববর্তী দশকগুলির তুলনায় বিশেষ পরিবর্তন লক্ষণীয়। বিশ্বায়নের আগ্রাসন এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার দ্রুত প্রসার নব্বইয়ের চিন্তা চেতনায় এনেছে উদার খোলা হাওয়ার। চলভাষের চলাচল এই সময়কার কবির দৃষ্টিভঙ্গিকে করেছে সংস্কারমুক্ত। নব্বইয়ের প্রেমের কবিতাতেও তাই সংস্কারের ছুৎমার্গ নেই। প্রেমের স্বকীয়া-পরকীয়া, বিশুদ্ধ-নিষিদ্ধ, অনুরাগ-অনুমান-অনুভব সবকিছুর মধ্যেই নব্বইয়ে এসেছে সপ্রতিভ ভঙ্গি। প্রেম নিয়ে সেখানে মিথ্যে পাপবোধ নেই, নেই সামাজিক বিশুদ্ধতা রক্ষার কপটতা –

"কথা বলো মা বাবার সাথে
আমার আপত্তি নেই তাতে
আমাদের কথা পরে হবে।

সবকিছু দারুণ সংযমী

গোপনে যে দুঃসাহসী তুমি
একথা জেনেছি যেন কবে?

মা তোমাকে পছন্দই করে
বাবাও ভাইয়ের মতো ধরে
কিন্তু তুমি বন্ধু তো আমারি
কাকিমা এল না কেন, সোনা?
ওকে যেন কখনও বোলো না
আমি ভালো চুমু খেতে পারি।"[৫]

নব্বই দশকের বাংলা কবিতার ইতিহাসে মন্দাক্রান্তার স্বাতন্ত্র্য তার বক্তব্যের সহজ-সরল ভঙ্গি। কোনো প্রকার দুর্বোধ্যতা বা ভান নেই মন্দাক্রান্তার শব্দে, ছন্দে, অলঙ্কারে, বক্তব্যে। ছোট ছোট বাক্যে, সহজ চিত্রকল্পে প্রতিদিনকার ঘটমান বাস্তবকে কাব্য করে তোলবার অসামান্য দক্ষতা আয়ত্তে মন্দাক্রান্তার। মন্দাক্রান্তা কখনও সেই অর্থে শব্দের সংকেতধর্মী ব্যবহারকে গুরুত্ব দেননা। অথচ তার দেখার মধ্যে এক সূক্ষ্মতা আছে। যে জীবন আমাদের চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে প্রতিদিন; যা অতি সহজ সাধারণ, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে পাওয়া না পাওয়ার অনেক কথা সেই জীবনকে নিয়ে লেখেন মন্দাক্রান্তা।

মন্দাক্রান্তা নব্বই দশকের বলতে গেলে সবাধিক আলোচিত কবি। আসলে মন্দাক্রান্তার কবিতায় উঠে এসেছে নব্বইয়ের স্বতন্ত্র কন্ঠস্বর। নব্বই যেভাবে এদেশের তরুণ প্রজন্মকে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শহুরে টিনেএজারদেরকে মূল্যবোধের ব্যাকরণ শিখিয়েছে, শিখিয়েছে প্রেম এবং বন্ধুত্বের নতুন সংজ্ঞা, মন্দাক্রান্তা যেন তার ভাষ্যকার হয়ে উঠেছেন।

নব্বই দশকের পশ্চিমবঙ্গের কবিতার সবচেয়ে বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় নাম শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি শ্রীজাত নামেই আদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের কলেজ পড়ুয়া তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে। উইকিপিডিয়া তার সম্পর্কে লিখেছে "Srijato Bandopaddhyay (born 21 December 1975 in Kolkata) is a popular poet of the Bengali Younger generation."[৬] নব্বইয়ের কাব্যভাষায় যে শহুরে স্মার্টনেস এর কথা বলা হয়েছে তার সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে শ্রীজাতর লেখায়। 'অকালবৈশাখী', 'উড়ন্ত সব জোকার', 'এমনি বই', 'কফির নামটি আইরিশ', 'কাতিউশার গল্প', 'ছোটদের চিড়িয়াখানা', 'কম্বিনেশিয়া' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে শ্রীজাতর স্মার্ট কবিতাকর্মের স্বাক্ষর ছড়ানো। শ্রীজাতর লেখায় ফুটে উঠেছে শহুরে নবীন প্রজন্মের, মুখের ও মনের কথা। শ্রীজাত তাঁর ভাষা ও ভাবনার মাধ্যমে ধরতে চেয়েছেন নাগরিক মানুষের স্বপ্ন, কল্পনা, যন্ত্রণা –

"পেন্ডিং রয়েছে কত স্মৃতি।

ফাইলের পাতা ওড়ে। যে-টেবিলে রোদের চ্যারিটি,
তাকে বন্ধু ব'লে ডাকি। সে জানে পুরনো দিনরাত
কত দুপুরের ডেটা, কত বিকেলের জসবাত

এখনও রাস্তায় ঘোরে, বাড়ি খোঁজে আমার পাড়ায়
ইশ্‌তেহার পিষে দিয়ে পাঁউরুটির গাড়ি ছুটে যায়....
মিছিমিছি হাওয়া দেয়, ফাইলের পাতা ওড়ে কিছু
মেমরি কার্ডের মুখ নিচু।"[৭]

এভাবেই শ্রীজাত অনায়াসে অবলীলায় তাঁর কবিতার ভাষায় নিয়ে আসেন অনির্বার্য হিন্দি এবং ইংরেজি শব্দ। আমরা যারা এই সময়কে চিনি, তারা এই ভাষাকেও চিনতে পারি। শ্রীজাতর কবিতায় বারবার যে বিষয়টি প্রকাশিত হয় তা হল তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি। ছন্দ এবং ভাষার নিহিত ব্যাকরণ এই কবির আয়ত্তে। মেধা দিয়েই কবি বুঝতে চান হৃদয়কে। চমক জড়িয়ে থাকে তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে। শহুরে তরুণ প্রজন্মকে কবিতামুখি করবার ক্ষেত্রে শ্রীজাতর অবদান বিশেষ। তাঁর ছন্দ এবং শব্দ মনকে ছুঁয়ে যায় সহজেই –

"শরীর থেকে শরীর ছোটে গন্ধ
আগুন থেকে আগুন অপরাধ
আকাশ থেকে আকাশ ছোটে বিদ্যুৎ
পাহাড় থেকে পাহাড় ছোটে খাদ

গুজব থেকে গুজব ছোটে মিথ্যে
প্রহর থেকে প্রহর ছোটে দিন
এ ঘর থেকে ও ঘর ছোটে খেলনা
কাগজ থেকে কাগজ আলপিন।"[৮]

এভাবেই পশ্চিমবঙ্গের কবিতার নব্বই দশক নতুন ভাষা এবং আঙ্গিককে অঙ্গীকার করে বাংলা কবিতার ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অনেক মেধাবী তরুণ এইসময় এসেছিলেন কবিতার চর্চায়, অনেকের লেখাতেই আছে কাব্যশিল্পের প্রতি দায়বদ্ধ কবিতা যাপনের অঙ্গীকার। আমরা নব্বইয়ের সবাইকে ধরতে চাইনি আমাদের লেখায়। আমরা ধরতে চাইছিলাম প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজনের লেখার বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতাকে। এর মাধ্যমে বুঝতে চাইলাম নব্বইয়ের কবিতার গতিপ্রকৃতি।

পশ্চিমবঙ্গে যেমন সমগ্র নব্বই দশক জুড়ে বিরাজ করছিল এক ধরনের স্থিতাবস্থা।তখন পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশ দেখেছে রাজনীতি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই সময় সামরিক শাসক এরশাদের পতন হয়েছে, কিন্তু রাজনীতি তখনও টালমাটাল। ক্ষমতা নিয়ে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের তীব্র খেয়োখেয়ির মধ্যেই তৃতীয় বিশ্বের

এই দরিদ্র দেশে জাঁকিয়ে বসেছে কম্পিউটার-ইন্টারনেট। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নব্বইয়ের ঘটনাধারার দিকে তাকালে দেখতে পাবো - ইউরোপের মুক্ত বাজার অর্থনীতি, দুই জার্মান একত্রীকরণ, রাশিয়ার ভাঙন, আমেরিকার মঙ্গল অভিযান, কেব্‌ল টিভি বিপ্লব, মানুষের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে মোবাইলের জায়গা করে নেওয়া ইত্যাদি।

বাংলাদেশের কবিতায় নব্বই দশকে কবি হিসেবে যারা স্বীকৃতি পেয়েছেন তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন হলেন -

শামীম কবির, মাহবুব কবির, চঞ্চল আশরাফ, মুজিব ইরম, সরকার আমিন, ওবায়েদ আকাশ, মুজিব মেহদী, শোয়াইব জিবরান, তুষার গায়েন, রহমান হেনরী, ব্রাত্য রাইসু, টোকন ঠাকুর প্রমুখ।

অসংখ্য প্রতিভায় ভরপুর বাংলাদেশের নব্বই দশকের কবিতার জগৎ। শুধু প্রতিভার প্রাচুর্য্যের নয়, নানা কারণে বাংলাদেশের আধুনিক কবিতায় নব্বই দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা লাভের পর স্বৈরাচারী শাসকের হাতে বন্দী বাংলাদেশের মুক্তি পথের অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেছে নব্বইয়ের মেধাবী তরুণ কবিরা। এরাই বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সরাসরি মাঠে ময়দানে নেমে সামিল হয়েছেন আন্দোলনে। গণতন্ত্রের মুক্তি, স্বৈরাচারী শাসকের নিপাতের দাবিতে কলম ধরেছেন নব্বইয়ের কবি। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের প্রচার মানসিকতায়, মৌলবাদ বিরোধী আত্মসচেতনায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশের নব্বইয়ের কবিতা। এই কবিতা আত্মোপলব্ধির কবিতা। নব্বইয়ের তরুণ কবিরাই কবিতায় নিয়ে এলেন মহানাগরিক আত্মার সঙ্গে বৈশ্বিক চেতনা। এই কবিদের ভাষা-শৈলী-ছন্দের চেতনা, বৌদ্ধিক প্রজ্ঞা পূর্ববর্তী দশকের কবিদের তুলনায় অনেক বেশি আত্মমুখী, কিন্তু অনেক সময়ই রাষ্ট্ররাজনীতির সীমানায় আবদ্ধ থেকেও অনেক বেশি বিশ্বজনীন। বাংলাদেশের জল, হাওয়া, মৃত্তিকার সঙ্গে ধর্ম, দর্শন, ঐতিহ্যকে যুক্ত করার দক্ষতায় পারঙ্গম নব্বইয়ের কবিতা। শতাধিক প্রতিভার সমাবেশ থেকে তিনজন নির্বাচিত কবির কবিতার গতিপ্রকৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশের নব্বই দশকের কবিতার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। নব্বই দশকের বাংলাদেশের এই অন্যতম তিন প্রধান কবি হলেন - শামীম কবির (১৯৭১-১৯৯৫), চঞ্চল আশরাফ (১৯৬৯) এবং মুজিব ইরম (১৯৬৯)।

শামীম কবির (১৯৭১-১৯৯৫) নব্বই-এর গুরুত্বপূর্ণ কবি। ১৯৯৫ এ স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন শামীম। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'শামীম কবির সমগ্র'। এই কবির কবিতায় আছে বিজ্ঞান চেতনা, আছে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে সবকিছু দেখার প্রবণতা। ব্যক্তিগত অনুভূতিকে আলো-আধাঁরি রহস্যময়তায় পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করবার দক্ষতা আয়ত্ত করেছিলেন এই তরুণ কবি -

"রাত্রি কি ব্যথায় মোড়া
রাত্রি কি উত্থান

বিপুল পাপের ভারে নুয়ে পড়া গভীর স্বপন
আর আমাদের এই ছোটো ছোটো অসীম জীবন
আজ এক রেখায় মিলে যায়
নগরীর প্রাচীন হাড়ের শব্দ লকলকিয়ে ওঠে
ঘেয়ো কুত্তার মলচাটা জিভের আগায়
এবং একটি মৃত্যুর সম্ভাবনা দাঁড়িয়ে থাকে
আগাগোড়া ব্যান্ডেজ জড়ানো বন্ধুর চেতনে।"[৯]

বাংলাদেশের নব্বই দশকের এক বিশুদ্ধ কবি আত্মার নাম শামীম কবির, শামীমের কবিতা বিশিষ্ট তার সরল উপস্থাপন ভঙ্গির গুণে, তাঁর চিত্রকল্পরা সহজাত, উঠে আসে হৃদয়ের গভীর জায়গা থেকে। এই কবির কবিতা পড়লেই বোঝা যায় কবির অনুভূতি কত সৎ, আবেগ কত বিশুদ্ধ। এই পৃথিবীর বুকে সাধারণ দরিদ্র মানুষের যাপন যন্ত্রণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শামীমের লেখার অনুপ্রেরণা। মানবের ইতিহাসের রণ রক্ত সফলতা নিয়ে শামীমের তীব্র বিষন্ন ক্ষুব্ধ অনুভূতিগুলি শব্দে শব্দে তীক্ষ্ণ ফলার মত ঝরে পড়ে যেন। জীবন-জগৎ সম্পর্কে কেমন একটা যুগপৎ হতবাক ও বিষন্ন অনুভূতি জড়িয়ে থাকে শামীমের লেখায়। এই কবির কবিতা যেন এরকমের মনের আলাপন। যুগ যুগ ধরে আমরা কবিদের কবিতায় মূর্ত হতে দেখেছি ক্রুদ্ধ ও ক্ষোভের বাণী, দেখেছি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সংকল্প। যে সমস্ত কবি ভীষণ রকম ভাবে সমাজলগ্ন তাদের কবিতায় এই প্রবণতা অধিক। কিশোর শামীম কবির যিনি একই সঙ্গে আত্মমগ্ন ও সমাজলগ্ন। তাঁর কবিতায় সেই অর্থে নেই কোন রোমান্টিক ধোঁয়াশা বা স্বপ্নকল্পনা। শামীম কবির যা বলেন তা সরাসরি বলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর বলার ভঙ্গিটা গদ্যাত্মক। একটা বক্তব্য প্রধান অথচ আলংকারিক মাদকতা মাখানো ভাষা যেন নির্মাণ করেন কবি। শামীমের উচ্চারণ দারুণ মৌলিক।

চঞ্চল আশরাফের (১৯৬৯) কবিতায় আধুনিকতা প্রকাশিত হয়েছে লোকায়ত জীবনের প্রেক্ষাপটে। চঞ্চলের কবিতায় শুধু আবেগ ব্যাকুলতা থাকে না, থাকে এক ধরনের দার্শনিক মীমাংসা আর ইতিহাস চেতনা। এক ধরনের বিষাদমগ্ন অথচ মধুর স্মৃতিকাতরতা এই কবির কবিতায় লগ্ন হয়ে আছে যেন। সবচেয়ে বড় যে বৈশিষ্ট্য চঞ্চলের কবিতায় লক্ষণীয় তা হল দৃষ্টির স্বচ্ছতা। চঞ্চল তাঁর চারপাশটাকে দেখেন নির্মোহ আবেগে, পাঠককেও দেখতে বলেন সেভাবে। চঞ্চলের কবিতা বদলে দিতে পারে আমাদের দেখার পদ্ধতি। আধুনিকতার মৌল লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়েছে বাংলাদেশের নব্বই দশকের এই প্রতিভাবান কবির কবিতায়। বাক্যের মধ্যে বাক্য, শব্দের মধ্যে শব্দ, ইঙ্গিতের মধ্যে ইঙ্গিতকে প্রাণবান করতে পারেন চঞ্চল আশরাফ। আধুনিক মানুষের যাপনের নানা ছবি, তার প্রেম-মৈথুন, তার ঘাম-রক্ত, তার নিঃশ্বাস ও চৌঃশব্দ্যের অভিপ্রায় সবকিছুই স্থান পায় এই কবির কবিতায়। চঞ্চল আশরাফের কবিতা পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করে দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা –

"কেউ নেই, তবু এই তমসাবিদীর্ণ গ্রীবা কেঁপে ওঠে
হাওয়াস্রোতে, নশ্বরতায়
সে প্রসঙ্গ মুছে যাক; এই যে মুড়ানো ডানা, তবু
দাপাদাপি
একে বলে অভ্যন্তর, পম্পেই ধ্বংসের আগে ও-পাহাড়
দৃশ্যত শান্তই ছিল -
কতোটা নৈকট্যে এসে
ওই কম্পমান গ্রীবা শরীর-বন্ধন থেকে
বিচ্ছিন্নতা দাবী করে।"[১০]

এযেন অনেকটা নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে যাওয়া। সার্বিকভাবে নব্বই দশকের কবিতায় আমরা একটা অন্তর্মুখী, আত্মভাষিক ব্যাপার লক্ষ্য করে থাকি। চঞ্চল আশরাফের কবিতায় এই অন্তর্মুখীনতা আছে। এটা গভীর সংবেদনশীল অথচ নির্মোহ আবেগ নিয়ে এই কবি তাঁর মানবিক চৈতন্যকে সক্রিয় রাখেন সর্বদা। উপমা, চিত্রকল্পের মেধাবী আয়োজন যেমন আমরা চঞ্চল আশরাফের লেখায় পাই, তেমনি পাই অনুপম গদ্যের নির্দশন।

মুজিব ইরম (১৯৬৯) নব্বই দশকের বাংলাদেশের কবিতায় অন্যতম প্রধান নাম। মধ্যযুগীয় বাক্যবিন্যাসে আধুনিক যুগ মানস প্রকাশিত হয় মুজিব ইরমের কবিতায়। বাংলাদেশের চিরাচরিত লোকজ উপাদান তাঁর কবিতায় আধুনিক যুগযন্ত্রণার প্রেক্ষাপটে নতুন মাত্রা পায়। গ্রামীণ প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটেই নাগরিক সভ্যতার প্রেম ও প্রকৃতিকে প্রকাশ করেন মুজিব ইরম। এই কবির কাব্যগ্রন্থের নামেও রয়েছে মধ্যযুগীয় অনুষঙ্গ। 'মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান', 'ইরমকথা', 'ইরমকথার পরের কথা', 'ইতা আমি লিখে রাখি', 'উত্তর বিরহ চরিত', 'সাং নালিহুরী', 'শ্রী', 'আদি পুস্তক', 'কবিবংশ' ইত্যাদি মুজিব ইরমের কাব্যগ্রন্থ। গল্পকথায় হৃদয়কথার সাবলীল প্রকাশ মুজিব ইরমের কবিতার সম্পদ। মুজিব ইরমের লেখায় সর্বদাই আমরা পাই এক গভীর আত্মানুসন্ধান। ঐতিহ্যের কাছে নতজানু এই কবি। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য ইরমকে অনুপ্রাণিত করে কবিতাযাপনে। উদার মানবতাবাদী একটা মরমী চেতনা কবি লালন করেন হৃদয়ে। বারে বারে এই কবি ফিরে যেতে চান তাঁর সত্তার শেকড়ের কাছে –

"কেনো এতো চমকে উঠছো তুমি, কেনো এতো....
যেন চিনে নিতে কষ্ট হচ্ছে খুব
যেন ভাবছো শুধু
এ-তলাটে এ-কোন বংশের লোক
এ-কোন মাজহাবের ফকির ভেক ধরিয়াছে.....
এ-কোন বলার রীতি

এ-কোন বেশরা সুর
এ-কোন বেশবাস চলার ধরণ
কিছুতেই ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারছোনা তুমি
আমি তো দেবতা পুকুর থেকে উঠে এসেছি
হাতে নিয়ে হেঁতাল কাঠের লাঠি.....
কেনো এতো কষ্ট হচ্ছে বুঝে নিতে আমার সাকিন
আমার স্বরূপ.....।"[১১]

এভাবেই বাংলার সাহিত্য, ইতিহাস এবং লোককথার মধ্যে নিজের জন্মদাগ অনুসন্ধান করেছেন কবি মুজিব ইরম। এভাবে নিজেকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বাংলার এবং বাঙালির আদিম উৎসের কাছে ফিরে যাওয়ার চেষ্টার মধ্যে এক ধরনের রোম্যান্টিক আকুলতা ক্রিয়াশীল। নিজেকে এবং জীবনকে উপলব্ধি করবার এও একটা পদ্ধতি। "মানুষকে যেমন শেকড়ের কাছে যেতে হয় অস্তিত্বের প্রয়োজনে, কবিতাকেও তেমনি মীথ-উৎস কিংবা ঐতিহ্যলোকের মত অগ্রজের অভিজ্ঞতালোকেও কখনো কখনো পরিভ্রমণ করতে হয়।"[১২]

নব্বই দশকের দুই বাংলার কবিতার তুলনামূলক পাঠে যে সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া যায় তা হল এই দশকে এসে দুই বাংলার কবিতা মেধা ও মননে অনেকটা কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। সত্তরের প্রখর দেশচেতনা নব্বইয়ের বাংলাদেশের কবিতায় সমষ্টিগত অনুভূতির পথ ধরে প্রবেশ করেছে ব্যক্তিগত মননের ক্ষেত্রে। পশ্চিমবঙ্গের কবিতায় দেশকাল ও সমাজ ভাবনা অনেক পূর্ব থেকেই ব্যক্তির মনন ক্ষেত্রে উপনীত হয়েছিল। তবে সার্বিকভাবে বলা যায় এই সময়ে বাংলাদেশের কবিতায় নাগরিকতা থাকলেও তা লোকচেতনায়

সমৃদ্ধ। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের কবিতা মেধাপ্রখর নাগরিক মনন ও গহীন ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ।

তথ্যসূত্র :

১. কুন্তল মিত্র : 'নব্বইয়ের কবিতা : সময় ও সমকাল' অভিভব, তৃতীয় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, সম্পাদক – সামসুল আলম, সোনারপুর, কলকাতা, পৃষ্ঠা – ১৩৯।
২. শিবাশিস মুখোপাধ্যায় : কবিতার নাম-'সাইড-এ' কাব্যগ্রন্থ-'শ্যামাসঙ্গীতের অ্যালবাম', শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা – ৫১।
৩. মন্দাক্রান্তা সেন : 'টিভ্যিাপনের রাত', মন্দাক্রান্তা সেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দ্বিতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর-২০১২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা – ২০।
৪. হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় : 'কবিতার নব্বই : একটি নিরীক্ষণ', কবিতা নিয়ে, প্রথম

প্রকাশ, পৌষ-১৪১১, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা -১৪৪।
৫. মন্দাক্রান্তা সেন : 'একটি অসম পরকীয়া', মন্দাক্রান্তা সেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ২১।
৬. en.wikipedia/wiki/srijato
৭. শ্রীজাত : 'কম্বিনেশিয়া', প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৩৫।
৮. শ্রীজাত : 'ছুট', এমনি বই, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৫৫।
৯. শামীম কবির : 'বাঁধ', বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, সম্পাদনা - রণজিৎ দাশ, সাজ্জাদ শরীফ, ২য় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৫১০।
১০. চঞ্চল আশরাফ : 'প্রেক্ষাপট', বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৪৫৮।
১১. মুজিব ইরম : 'জন্ম দাগ', কবিবংশ, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৪, ধ্রুবপদ, রক্কীমার্কেট, ৬৮-৬৯ প্যারীচাঁদরোড, ঢাকা, পৃষ্ঠা - ৫০।
১২. মামুন মুস্তাফা : 'বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কবিতা : নব্বইয়ের দশক', অরণি, জানুয়ারী-জুন ২০১১, নিবাহী সম্পাদক - রাশেদ রহমান, যোগাযোগ - নিরালা মোড়, টাঙ্গাইল, পৃষ্ঠা - ৫৪৬।